যায়যায়দিন

25 AUG 2009
৮২ ... ৬

ক্যাম্পাসটি নামেই রাজনীতিমুক্ত

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

২০০৭ সালের ২৮ মে একাডেমিকভাবে যাত্রা শুরু করে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্পূর্ণ রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে একে গড়ে তোলার চমকপ্রদ ঘোষণা দেন প্রতিষ্ঠাতা ভিসি প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা। ছাত্রদের কাছ থেকে রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত থাকার মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করা হয়। অন্যথায় বহিষ্কারসহ ফৌজদারি আইন অনুযায়ী যে কোনো শাস্তি প্রদানের ঘোষণাও দেয়া হয়। কিন্তু এতো আয়োজনের পরও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বেশ দাপটের সঙ্গেই দলীয় লেজুড়ভিত্তিক রাজনীতি চলছে। এর জন্য শিক্ষার্থী, প্রশাসন ও কুমিল্লার রাজনৈতিক নেতারা একে অন্যকে দোষারোপ করছেন। সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং কুমিল্লার সুশীল সমাজের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দলীয় লেজুড়ভিত্তিক রাজনীতির বিপক্ষে থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে জিইয়ে থাকা বিভিন্ন সমস্যা কিছু শিক্ষক-কর্মকর্তার রাজনীতিতে উৎসাহ ও মদদ দান এবং ব্যক্তিস্বার্থবাদী কিছু রাজনৈতিক নেতার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ক্যাম্পাসে রাজনীতির বিষয়ে ছাত্রলীগের স্থানীয় গ্রুপের নেতা অর্নব বলেন, শুরুতে রাজনীতি না করার মর্মে অঙ্গীকারনামা দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন শিক্ষকদের ভূমিকার কারণেই আমরা রাজনীতিতে সক্রিয় হতে বাধ্য হয়েছি। ছাত্রলীগের শহর গ্রুপের নেতা শাওন বলেন, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য স্বার্থ আদায়ে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠার জন্যই আমরা ক্যাম্পাসে রাজনীতি করছি। ছাত্রলীগের জেলা কমিটির সেক্রেটারি আনিসুর রহমান মিঠু বলেন, অবশ্যই রাজনীতি চালু হওয়া প্রয়োজন। রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন জ্ঞানপাপীরাই রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতির মধ্য দিয়েই দেশ ও জাতির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে সচেতন হবে। ছাত্রদলের ক্যাম্পাস নেতা নোমান বলেন, শিক্ষকদের অপচেষ্টার জন্যই রাজনীতি শুরু হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে ক্যাম্পাসে রাজনীতি প্রয়োজন। ছাত্রদলের জেলা কমিটির সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম বলেন, প্রশাসনের অব্যবস্থাপনা মোকাবেলা ও শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে ক্যাম্পাসে রাজনীতি চালু হতে পারে। ছাত্র শিবিরের কুমিল্লা শহর সভাপতি মহিন উদ্দিন মজুমদার বলেন, হয় রাজনীতি পুরোপুরি নিষিদ্ধ রাখা হোক, অন্যথায় চালু করা হোক। ক্যাম্পাসে রাজনীতি চর্চার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মো. আবু জাফর বলেন, এখন পর্যন্ত ক্যাম্পাসে রাজনীতিমুক্ত শিক্ষক ও ছাত্রদের ক্যাম্পাসের বাইরে যে কোনো রাজনৈতিক মতামত থাকতে পারে, তবে ক্যাম্পাসে কেউই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে পারবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এ এইচ এম জেয়াদুল করিম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিমুক্ত ছিল, থাকবে।